পরিক্রমা

পাহি নিত্যম্

কে জানত সারা বিশ্বে নেমে আসবে মৃত্যুর বিভীষিকা? কালীর মারণনৃত্য শুরু হবে জগতের কোণে কোণে? এক অশ্রুতপূর্ব ব্যাধি আজ ছেয়ে ফেলেছে সভ্যতার ঘেরাটোপে নিশ্চিন্তমানস মানুষের অঙ্গন। স্বামী বিবেকানন্দের 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতার যেন চিত্রলেখ। পালিনী বিশ্বধরিত্রীর শ্রেষ্ঠ সন্তান মানুষের ঘরে ঘরে মা যেন 'বিষকুম্ভ ভরি' বিতরণ করছেন। সভ্যতার গরল নীল হয়ে ক্রমে ক্রমে পুঞ্জীভূত এই মারণশালায়। এই সময়ে কে কার অপেক্ষা করে? লক্ষ লক্ষ মানুষের মরণযাত্রার সঙ্গী কোথায়? ভয়াবহ রোগ মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করে ছড়িয়ে পড়ছে। সে ধন-সম্পদ গ্রাহ্য করে না, সভ্যতার অগ্রগামিতায় সে উদাসীন। মরণবাণ হানাই তার কৃত্য।

ভীত-ত্রস্ত মানবসমাজ। পরমাণুঘটিত মারণাস্ত্রের চেয়েও এ ভয়ংকর। একে থামানো যাচ্ছে না। সমুদ্রের প্রবল ঝঞ্ঝার মতন উত্তাল গতিতে এগিয়ে আসছে ঘরে ঘরে। বাইরে নয়, ভেতরে কপাট বন্ধ করে থাকো—তবেই বাঁচবার আশা। বড়ই বহির্মুখী জীবনের রসে মজে ছিলাম নিজের অমরত্বের কথা ভুলে। মৃত্যুই শেষ নয়, অমরত্বের ঠিকানা রয়েছে নিজেরই অন্তরাত্মার কাছে। সে-সোনার চাবি অন্তরে না খুঁজে তাকিয়ে আছি বহির্মুখ হয়ে—ভাবছি সেখানেই শান্তি, তৃপ্তি আর কামনার পূরণ হবে। কোটি কোটি মানুষকে কী দিয়ে বোঝানো যাবে, যারা দুবেলা দুটো ভাত বা ছাতু খেয়ে এখনও লড়ে যাচ্ছে? এই মরণের মহাসমুদ্রের ভ্রূকুটিকে ডরায় না।

এ-বিশ্ব আমাদের শেখার খোলা পাতা। এই নতুন শিক্ষা তো উন্নত মানুষকে দেওয়া হয়নি। আপন অহংকারে, হর্ষে উন্মত্ত আমরা—এখনও আস্ফালন করে চলেছি। সভ্যতার নীল বিষ এবার নাগিনীর ফণায়—শিবের কণ্ঠে নয়। তাই শিবসুন্দর যেন মিলিয়ে যাচ্ছেন পুরাণের পাতায়।

কে চায় বিশ্বের মঙ্গল, মানবকুলের কল্যাণ? কার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে জীবজগতের কল্যাণকামনা? কে প্রার্থনা করছে দেশ-জাতি-কাল-নির্বিশেষে সকলের মঙ্গল? বহুর মৃত্যুতে কার অশ্রুবারি ঝরে পড়ছে? কোথায় সেসব হৃদয়বান জগৎকল্যাণকারী নরনারী—যারা নিজে নির্ভীকচিত্তে সান্ত্বনা, সেবা, সহানুভূতি নিয়ে লোককল্যাণব্রত উদ্‌যাপনে প্রস্তুত? কোথায় তাঁরা যাঁরা স্বার্থপর দুনিয়াকে আপনার বক্ষে টানছেন? নিঃস্বার্থ প্রেমিক সেই মানুষদের খোঁজে আজ বিশ্বসংসার।

এ স্বার্থপরতার বিষাক্ত মহামারি—এর মহৌষধ সেবা। নিঃস্বার্থ সেবার পতাকা হাতে তুলেই আজ করতে হবে অমৃতের আবাহন।

তখনকার দিনে ডাকাতরা লুণ্ঠন করত। কেউ বলে কয়ে অর্থাৎ চিঠিপত্র লিখে নির্দিষ্ট দিনে আসত, কেউ বা আকস্মিক এসে লুঠতরাজ করত। কিন্তু এবার সব ছাড়িয়ে গেছে। অতীতের কোনও ঘটনার বৃত্তেই ঢোকানো যায় না—এই ভয়াবহ মৃত্যুর স্রোতকে। এ যে বিশ্বময় ছড়িয়ে গেছে। একক মহা অজগর নিমেষে গ্রাস করছে মানুষের প্রাণ। এমন পরিস্থিতির মধ্যে সমগ্র বিশ্ব অর্থাৎ ভারতও রয়েছে, যে-দেশের জনসংখ্যা স্ফীত হয়ে আজ প্রায় একশো ঊনচল্লিশ কোটিতে উঠেছে।

যে-স্রষ্টার কথা ভুলেই ছিলাম আজ তাঁরই অমোঘ শাসনে 'ত্রাহি ত্রাহি' করছে প্রাণিকুল। কঠিন কণ্ঠে ঘোষিত পরম সত্য শুনছি—''মৃত্যুঃ

সর্বহরশ্চাহম্''—আমিই মৃত্যুর বেশে কালের ভূমিকায় অবতীর্ণ। স্রষ্টার বিরাট মুখগহ্বরে স্রোতের মতো প্রবেশ করছে অসহায় বীরের দল।

উপায় কী? কীসে বাঁচবে এই সৃষ্টি, এই সভ্যতা?

আমরা বলি, 'সংহর, সংহর'—তোমার শক্তিকে সংবরণ করো। আমরা তোমার শরণাগত। এতদিন নিজের জন্য মত্ত ছিলাম—আজ লক্ষ কোটি মানবের জন্য মন উদ্বেল। মানবসভ্যতার ওপর কি এত দ্রুত নেমে আসছে ধ্বংসের ধ্বস? পালাবার, বাঁচবার পথ কই? শুনতে পাচ্ছি চিরন্তন ভারতের বৈরাগী সুর—''হরিনাম সুমর সুখধাম/ জগতমে জীবন দোদিন কা।'' ঘুরে ঘুরে আসছে বৈদিক প্রার্থনা—''তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি/ নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়''—''তাঁহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায়/ নিস্তার লাভের আর নাহিরে উপায়।''

এসো, ভিতরে চাও—সংগ্রাম করতে করতে বারবার স্মরণ করো—আমি মৃত্যুহীন সত্তা। এ-শরীর তো যাবেই, তবে সংগ্রাম করে পরকে বাঁচিয়েই শেষ হয়ে যাই। শুনেছি তো শতবার—''পরোপকারায় ইদং শরীরম্।'' বহুর কল্যাণে, বহুকে বাঁচাতে না হয় এই জীবনটাই গেল। তাতেই বা কী—''নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান/ ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।''

''অসতো মা সদ্গময়/ তমসো মা জ্যোতির্গময়/ মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।''—এ-প্রার্থনা আজ আমাদের অন্তরে শ্বাসে-প্রশ্বাসে ধ্বনিত হচ্ছে। বাঁচার আশায় চিকিৎসকের নির্দেশ পালন করেও চলেছি। ঘরে ঘরে রুদ্ধ করেছি দ্বার। অন্নের চাহিদা মেটাতে মানুষ মানুষের জন্য চিন্তা করছে। সঞ্চিত ধন, শস্য বিলিয়ে দিচ্ছে। দুর্ভিক্ষ সুযোগ খুঁজছে। চাষের অভাবে শস্যহীন ক্ষেত্র শুকোবে। মানুষের চোখের জলে খালবিল ভর্তি হবে। শাকম্ভরী দেবী নয়নে অশ্রুবারি নিয়ে ফলমূল-শস্য হাতে কি জনগণের জন্য আবির্ভূত হবেন?

আজ মানুষই আপন সাহসে, বিক্রমে, বিশালবুদ্ধি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে মানুষের দুর্গতি নিবারণে। চিকিৎসকরা নিরুপায় হয়ে শতশত মানুষের মরণযাতনা দেখছেন। তাঁদের হৃদয় মানুষের দুঃখে বিগলিত—তাই নিজেরাও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

এমন দৃশ্য কল্পনাও করা যায় না। এখন কি কেউ আখের গোছাতে ব্যস্ত হবে? যদি হয়, তবে সে মনুষ্যেতর কোনও প্রাণী। এ-সভ্যতা এখন হৃদয়হীন প্রস্তরখণ্ডকে চায় না। চায় 'হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক'। এ যে মহাজাগরণ—হৃদয়ের জাগরণ, সহানুভূতির জাগরণ, মনুষ্যত্বের মহাজাগরণ। এমন শতশত মানুষ উঠে আসুন আজকের আতঙ্কিত মানুষের পাশে। সান্ত্বনা শুধু নয়, তাঁদের মস্তিষ্কের ফসল এই বিপুল রোগ নিবারণে সক্ষম হোক।

আমরাই আমাদের শত্রু, আমরাই নিজেদের বন্ধু। আমরা যেন লোভ, মোহ, দ্বেষ একপাশে সরিয়ে নিজেরাই নিজেদের বন্ধু হই। অন্তরের প্রার্থনা যেন বিশ্বের মানুষের জন্য নিয়ত ধ্বনিত হয়—''সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।''

যুগের শেষ হয় মহাবিধ্বংসী কোনও ঘটনায়। সূচনা হচ্ছে নতুন যুগের। আমরা জেনে বা না জেনেই তার মধ্যে রয়েছি। মহাভারতের ধ্বংসলীলার পরেই ধীরে ধীরে রূপ নিয়েছিল গীতার অমৃতবাণী। এই যে বিশ্বজুড়ে মৃত্যুর বান—এ হয়তো ধীরে ধীরে বিভেদের শৃঙ্খলগুলি ভেঙে দেবে। মানুষ দেশ-জাতি-বর্ণ উপেক্ষা করে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে। একটা ভাবের সম্প্রসারণ ঘটছে যা সমগ্র বিশ্বের মানুষ গ্রহণ করবে। পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণের মানুষ আজ অপেক্ষমাণ। সেই ভাবালোকের উৎস ভারতবর্ষ আর তার আলোকসঞ্চারী প্রতিভূ শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ তাঁরই শ্রীচরণে কাতর প্রার্থনা—প্রভু হাত ধরে নিয়ে চলো। আমাদের অন্তরের বাইরের জীবাণু ধ্বংস করে মানবসভ্যতাকে বাঁচাও।